সিলেট পর্যটন সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

সেবা সহজীকরণ প্রকল্পের নাম : সিলেট পর্যটন ম্যাপ প্রদর্শন ও বিতরণ

ধারণার সূচনা : ০১.০৮.২০২২

বাস্তবায়নের তারিখ : ০৩.০৯.২০২২

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জেলা প্রশাসন সিলেট এর উদ্যোগে সকল দর্শনীয় স্থানকে অন্তর্ভূক্ত করে সিলেট পর্যটন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। সিলেট সার্কিট হাউস থেকে সকল দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব ও গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে বিধায় এই ম্যাপ দেশ-বিদেশের সকল দর্শনার্থীদের ট্যুর প্ল্যান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, ম্যাপে প্রদর্শিত কিউ.আর কোড স্ক্যান করে পর্যটকরা সিলেট জেলার উল্লেখ্যযোগ্য হোটেল, রেন্ট-এ-কার, বাস-মিনিবাস ইত্যাদির তথ্য জানতে পারবেন।

যে কারণে উদ্যোগ গ্রহণ:
সিলেট জেলায় প্রায় ৩০টি পর্যটন স্পট রয়েছে। উক্ত পর্যটন স্পটগুলোতে অসংখ্যা দেশি-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু সিলেট জেলার পর্যটন স্পট সন্নিবেশিত করে কোন পর্যটন ম্যাপ না থাকা পর্যটকদের ট্যুর প্ল্যান করতে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়। পর্যটকদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের প্রয়াসে সিলেট পর্যটন ম্যাপ প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

০১। সিলেটে আগত পর্যটক দ্রুত ও নির্ভুল প্রক্রিয়ায় পর্যটন স্পটগুলো ভ্রমণ করতে পারছেন।
০২। সিলেট পর্যটন ম্যাপ উন্মোচন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করায় পর্যটকদের সময় সাশ্রয় হচ্ছে।
০৩। এতে পর্যটকদের অতিরিক্ত খরচ কমে যাচ্ছে।

উপকারভোগী:

সিলেটে আগত অসংখ্য দেশী ও বিদেশী পর্যটক।

মন্তব্য: বর্তমানে সিলেটে আগত বাসসমূহে যাত্রীদের জন্য পর্যটন ম্যাপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সভায়, মেলা-প্রদশনীতে পর্যটন ম্যাপ বিতরণ করা হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ নাগরিক অবহিত করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্যটন ম্যাপ বিতরণ, প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম চলমান আছে। সিলেট বিমান বন্দর, রেলওয়ে ও বাস টার্মিনাল এরিয়ায় বড় পরিসরে বিলবোর্ডের মাধ্যমে পর্যটন ম্যাপ প্রদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৪/০৯/২০২২

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী কমিশনার
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
ই-মেইল: parjatanbrandingsylhet@gmail.com

হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার

অবস্থান : সিলেট শহরের চৌহাট্টা পেরিয়ে দরগা গেইটে
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ২.৭ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

হযরত শাহপরাণ (রহ.) মাজার

অবস্থান : সিলেট শহরের খাদিম নগরে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৮.৫ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম

অবস্থান : সিলেট শহরের লাক্কাতুরা চা বাগানের পাশে
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৪.৯ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ
(ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দীন আহমদ জাদুঘর)

অবস্থান : সিলেট শহরের দরগা গেইটে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ০২ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান

অবস্থান : সিলেট সদর উপজেলার খাদিম নগরে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ১৪ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

শ্রীশ্রী চৈতন্য দেব মহাপ্রভু'র বাড়ি

অবস্থান : গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ২৪ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

সাদা পাথর

অবস্থান : কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৩৭ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, বাস

জাফলং

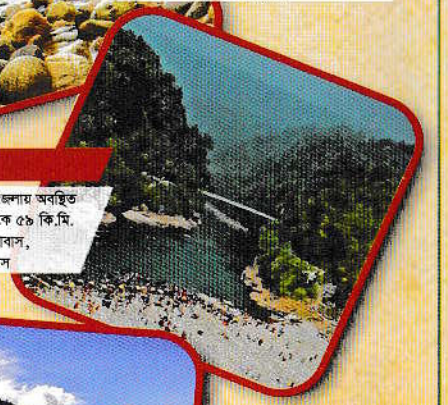

অবস্থান : গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৫৯ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, বাস

বিছনাকান্দি

অবস্থান : গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়নে অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৪৩ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, বাস

রাতারগুল

অবস্থান : বাংলার আমাজন নামে পরিচিত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত
দূরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ২৩ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

SCAN ME

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে

SYLHET
the daughter of nature

প্রকৃতি কন্যা সিলেট

সিলেট
পর্যটন ম্যাপ

জেলা প্রশাসন সিলেট

সিলেট পর্যটন ম্যাপ

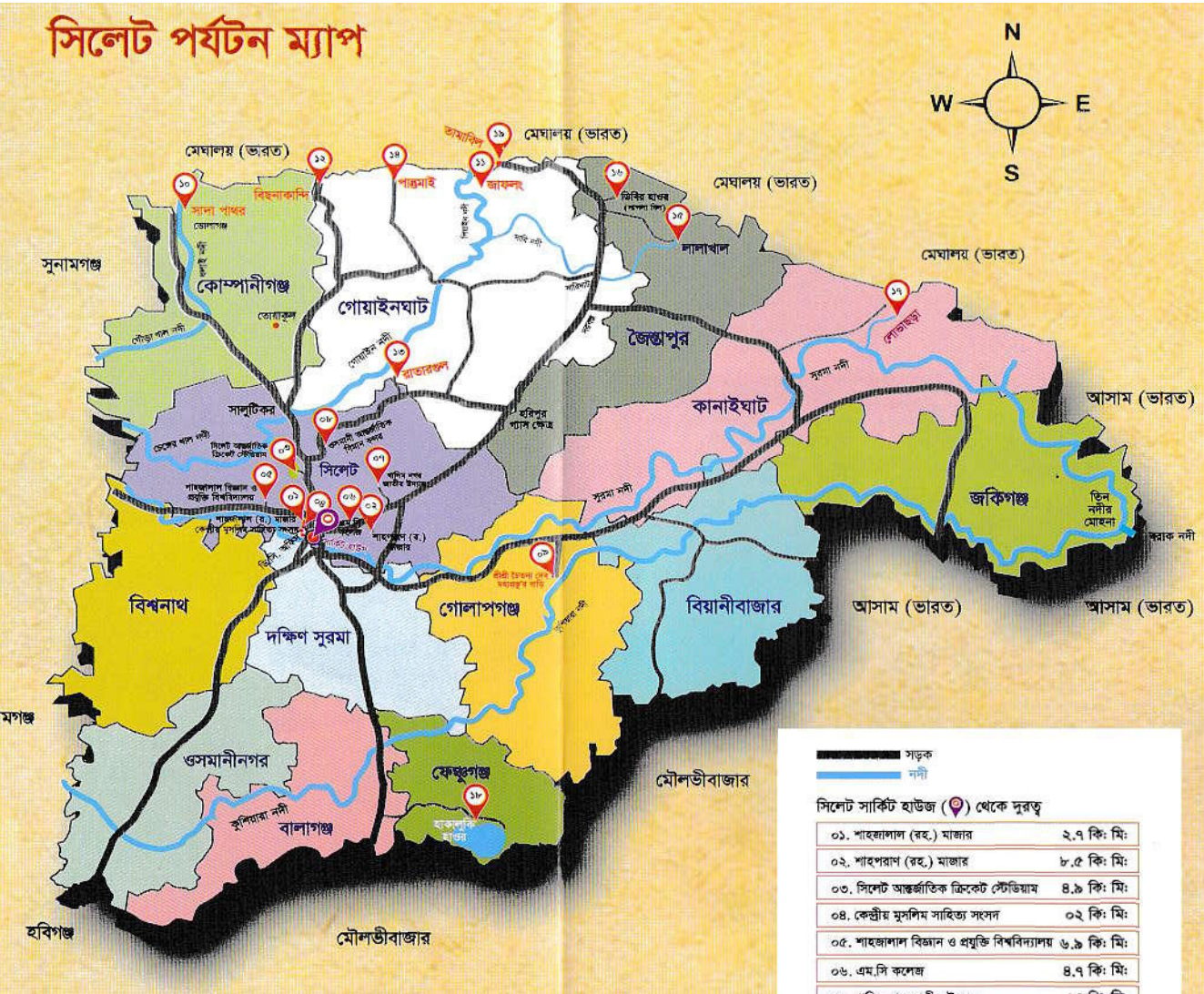

সড়ক

নদী

সিলেট সার্কিট হাউজ (📍) থেকে দুরত্ব

০১. শাহজালাল (রহ.) মাজার	২.৭ কি: মি:
০২. শাহপরাণ (রহ.) মাজার	৮.৫ কি: মি:
০৩. সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম	৪.৯ কি: মি:
০৪. কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ	০২ কি: মি:
০৫. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬.৯ কি: মি:
০৬. এম.সি কলেজ	৪.৭ কি: মি:
০৭. খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	১৪ কি: মি:
০৮. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	৯.৮ কি: মি:
০৯. শ্রীশ্রী চৈতন্য দেব মহাপ্রভু'র বাড়ি	২৪ কি: মি:
১০. সাদা পাথর	৩৭ কি: মি:
১১. জাফলং	৫৯ কি: মি:
১২. বিছনাকান্দি	৪৩ কি: মি:
১৩. রাতারগুল	২৩ কি: মি:
১৪. পান্তুমাই	৫৭ কি: মি:
১৫. লালাখাল	৫০ কি: মি:
১৬. ডিবির হাওর (শাপলা বিল)	৪৫ কি: মি:
১৭. লোভাছড়া	৬৬ কি: মি:
১৮. হাকালুকি হাওর	২৫ কি: মি:
১৯. তামাবিল	৫৬ কি: মি:

Help Line : 01904-667956

: dcofficesylhet

আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং যানবাহনের তথ্যের জন্য

SCAN ME

Q.R কোড স্ক্যান করুন

পান্তুমাই

অবস্থান : গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের একটি গ্রাম
দুরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৫৭ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

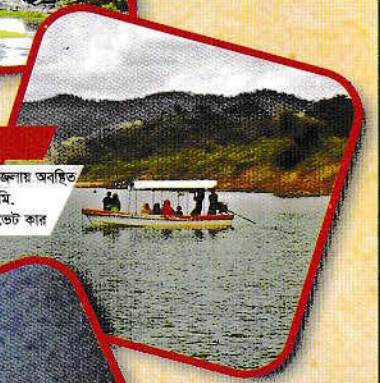

লালাখাল

অবস্থান : সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত
দুরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৫০ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

ডিবির হাওর (শাপলা বিল)

অবস্থান : সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত
দুরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৪৫ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, বাস

হাকালুকি হাওর

অবস্থান : ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত
দুরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ২৫ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

মালনীছড়া চা বাগান

অবস্থান : সিলেট শহরের আম্বরখানা পেরিয়ে চৌকিদেখিতে
দুরত্ব : সার্কিট হাউজ থেকে ৬.১ কি.মি.
যোগাযোগ : সিএনজি, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
www.sylhet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩৪.৩১.০০১.২০.৯৬

তারিখ ০৫ অগ্রহায়ন ১৪২৯ / ২০ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: সিলেটে আগত পর্যটকদের সিলেট পর্যটন ম্যাপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট জেলাধীন ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর, রাতারগুল, জাফলং, বিছনাকান্দি, জৈন্তা রাজবাড়ী, ডিবির হাওর, টিলাগড় ইকো পার্কসহ প্রায় ৩০টি পর্যটন স্পট রয়েছে। উক্ত পর্যটন স্পটগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক আসেন। সম্প্রতি বিদেশী পর্যটকদের আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিলেটে আগত পর্যটকদের ভ্রমণ সহজ করতে সিলেট জেলা প্রশাসন কর্তৃক 'সিলেট পর্যটন ম্যাপ' উন্মোচন করা হয়েছে। সিলেট সার্কিট হাউস থেকে সকল দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব ও গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে বিধায় এই ম্যাপ দেশ-বিদেশের সকল দর্শনার্থীদের ট্যুর প্ল্যান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, ম্যাপে প্রদর্শিত কিউ.আর কোড স্ক্যান করে পর্যটকরা সিলেট জেলার উল্লেখ্যযোগ্য হোটেল, রেন্ট-এ-কার, বাস-মিনিবাস ইত্যাদি তথ্য জানতে পারবেন।

০২। এমতাবস্থায়, লন্ডন এক্সপ্রেস পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকা থেকে আগত পর্যটক ও যাত্রীদের সিলেট পর্যটন ম্যাপ সম্পর্কে অবহিত করতে সিটের সামনে-পেছনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১০০ কপি পর্যটন ম্যাপ

20.11.22

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী কমিশনার
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
ই-মেইল: parjatanbrandingsylhet@gmail.com

20/11/22
01701-220054

ব্যবস্থাপক
লন্ডন এক্সপ্রেস পরিবহন লিমিটেড
সিলেট

অনুলিপি:

১. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ঢাকা
৪. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট

R/C

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
www.sylhet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩৪.৩১.০০১.২০.৯৫

তারিখ ০৫ অগ্রহায়ন ১৪২৯
২০ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: সিলেটে আগত পর্যটকদের সিলেট পর্যটন ম্যাপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট জেলাধীন ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর, রাতারগুল, জাফলং, বিছনাকান্দি, জৈন্তা রাজবাড়ী, ডিবির হাওর, টিলাগড় ইকো পার্কসহ প্রায় ৩০টি পর্যটন স্পট রয়েছে। উক্ত পর্যটন স্পটগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক আসেন। সম্প্রতি বিদেশী পর্যটকদের আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিলেটে আগত পর্যটকদের ভ্রমণ সহজ করতে সিলেট জেলা প্রশাসন কর্তৃক 'সিলেট পর্যটন ম্যাপ' উন্মোচন করা হয়েছে। সিলেট সার্কিট হাউস থেকে সকল দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব ও গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে বিধায় এই ম্যাপ দেশ-বিদেশের সকল দর্শনার্থীদের ট্যুর প্ল্যান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, ম্যাপে প্রদর্শিত কিউ.আর কোড স্ক্যান করে পর্যটকরা সিলেট জেলার উল্লেখ্যযোগ্য হোটেল, রেন্ট-এ-কার, বাস-মিনিবাস ইত্যাদি তথ্য জানতে পারবেন।

০২। এমতাবস্থায়, গ্রীন লাইন পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকা থেকে আগত পর্যটক ও যাত্রীদের সিলেট পর্যটন ম্যাপ সম্পর্কে অবহিত করতে সিটের সামনে-পেছনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১৫০ কপি পর্যটন ম্যাপ

২০.১১.২২

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী কমিশনার
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
ই-মেইল: parjatanbrandingsylhet@gmail.com

Sayon - 01718370976

ব্যবস্থাপক
গ্রীন লাইন পরিবহন লিমিটেড
সিলেট

অনুলিপি:

১. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ঢাকা
৪. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
www.sylhet.gov.bd

সিলেট জেলার পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মজিবর রহমান
জেলা প্রশাসক, সিলেট
তারিখ : ০৩ নভেম্বর ২০২২
সময় : বিকাল ০৩.০০ টা
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষ, সিলেট
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মত বিনিময় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে সভাপতি জানান- বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি এর স্বতন্ত্র অভিষ্টসমূহ অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিলেট জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলো পর্যটক বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যটন অংশীজনকে নিয়ে আজকের এই মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সিলেট জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোর পরিচিত, সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। প্রেজেন্টেশন সমাপ্তির পর উপস্থিত অংশীজনদের মতামত প্রদানের জন্য সভা উন্মুক্ত করা হয়। সিলেট জেলার পর্যটন শিল্পের প্রসার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	সিলেট ট্যুরিজম ক্লাবের সভাপতি জনাব হুমায়ুন কবির লিটন জানান, সিলেট জেলায় মেডিকেল ট্যুরিজম, স্পোর্টস ট্যুরিজম ও ইকো ট্যুরিজম খাতে উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। সিলেট জেলার বেশিরভাগ পর্যটন স্পট ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্রিক হওয়ায় এগুলো রক্ষা করা আবশ্যক ও সিলেটে আগত পর্যটক ও স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে ইকো ট্যুরিজম রক্ষার বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান, সিলেটে আগত পর্যটকরা চা উৎপাদন প্রক্রিয়া সরাসরি দেখতে চান কিন্তু চা-বাগান কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করেন না। সিলেট জেলায় চা উৎপাদন প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত করে চা মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। সিলেটে বসবাসরত উপজাতিদের (যেমন মনিপুরি, খাসিয়া) জীবন যাত্রার প্রবাহ ও সংস্কৃতি পর্যটকদের জানাতে মডেল ভিলেজ স্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া শহরের ভিতরে ওয়াচ টাওয়ার স্থাপনসহ ব্রান্ডিং পণ্যসমূহের মেলা বা প্রদর্শনী ও ট্যুর গাইডদের প্রশিক্ষণ প্রদান করলে পর্যটন শিল্পে বিকাশ ঘটবে এবং এতে দেশি ও বিদেশী পর্যটকরা আকৃষ্ট হবে।	সিলেট জেলায় ট্যুরিজম খাতের উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত জেল প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট সভাপতি, উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (সকল), সিলেট
০২	সিলেট জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন এর সভাপতি জনাব হাজী ময়নুল ইসলাম জানান, সিলেট শহর ও পর্যটন স্পটগুলোতে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা না থাকায় গাড়ি দূরে রাখতে হয়। বেশিরভাগ পার্কিং কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় সংক্রান্ত দৌরাত্ম্যের কারণে বিদেশী ও সিলেটের বাহিরের পর্যটকরা হয়রানীর শিকার হন এবং সিলেটে পুনরায় ভ্রমণে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি হযরত শাহজালাল (র:) এবং হযরত শাহপরাণ (র:) এঁর মাজারে পার্কিং এরিয়া বৃদ্ধির বিষয়ে	০১। হুমায়ুন রশীদ চত্বর ও আম্বরখানা এলাকা যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ কমিশনার সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ
		০২। হযরত শাহজালাল (র:) এবং হযরত শাহপরাণ (র:) এঁর মাজার সংশ্লিষ্ট এলাকায় গাড়ি পার্কিং স্পেস বৃদ্ধি করতে হবে।	০১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন ০২। মোতাওয়াল্লী, হযরত শাহ জালার

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং হুমায়ুন রশীদ চত্বর ও আম্বরখানা এলাকা ট্রাফিক যানজট মুক্ত রাখার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।		(র:) এবং হযরত শাহ পরাণ (র:) এঁর মাজার
০৩	জনাব খালেদ আহমদ, সভাপতি, সিলেট রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি জানান, সিলেট জেলার পর্যটন স্পটগুলোতে মানসম্মত ও নিরাপদ খাবার রেস্তোঁরা না থাকায় পর্যটকরা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের অনুকূলে ভূমি বরাদ্দ প্রদান করা হলে পর্যটন স্পটগুলোতে নিরাপদ ও মানসম্মত রেস্তোরা নির্মাণ হবে বলে তিনি মনে করেন।	নিরাপদ খাবার রেস্তোঁরা বৃদ্ধি করতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট
০৪	ট্যুর গাইড এসোসিয়েশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরান আহমদ জানান, সাম্প্রতিক বন্যার ফলে জাফলং ও সাদা পাথর এলাকায় প্রচুর পাথর জমা হয়েছে। যার ফলে পর্যটকদের মূল স্পটে যেতে কষ্ট হয়। পর্যটকরা খাবারের মোড়ক যত্রতত্র ফেলার কারণে স্পটগুলোর পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং স্থানীয় দোকান, চেয়ার-টেবিল সুসজ্জিত অবস্থায় রাখা নেই। তাছাড়া লোকাল গাইডরা দেশি ও বিদেশী পর্যটকদের ভূল তথ্য প্রদান করে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করেন যা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ফলে গাইডদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন।	স্থানীয় গাইডদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, সিলেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট
		জাফলং ও সাদা পাথর এলাকায় পর্যটকদের গমনপথ সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ
		বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ডাস্টবিন স্পটে স্থাপন করতে হবে এবং নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান করতে হবে। পর্যটকদের খাবারের মোড়ক নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট
০৫	জনাব আশরাফুল কবীর, প্রধান সমন্বয়কারী, ভূমি সন্তান বাংলাদেশ জানান, সিলেট জেলা পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশ টিকিয়ে রাখার বিষয়েও বিবেচনায় রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি সিলেট নগর কেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া সমবায় পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হলে পর্যটন কেন্দ্রে উন্নয়ন সাধন হবে। তিনি আরও জানান, লালাদিঘীর পাড়স্থ তাঁত শিল্পকে সংরক্ষণ করতে হবে।	০১। প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব সিলেট জেলা পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ০২। নগর কেন্দ্রিক পর্যটন স্পটের উন্নয়ন করতে হবে। ০৩। লালাদিঘীর পাড়স্থ তাঁত শিল্পকে সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, সিলেট সিলেট সিটি কর্পোরেশন
০৬	জনাব ইমরান আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক, সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা জানান, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামকে পর্যটন ম্যাপে অন্তর্ভূক্তি করা প্রয়োজন। তাছাড়া স্পটগুলোতে হোটেল-রেস্তোঁরা স্থাপন এবং ট্যুরিজম বান্ধব উদ্যোক্তা তৈরিতে জেলা প্রশাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সিলেট জেলার পর্যটন আরও এগিয়ে যাবে। তিনি আরও জানান, জাতীয় জাদুঘরের আদলে জেলা পর্যায়ে একটি জাদুঘর স্থাপন করা যেতে পারে।	০১। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামকে সিলেট পর্যটন ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ০২। ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমদ জাদুঘর এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি
০৭	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জনাব কৌশিক সাহা জানান, সিলেট পর্যটন ম্যাপ এর পাশাপাশি মহানগর পর্যটন স্পটগুলো নিয়ে পৃথক ম্যাপ ও মূল এর ইংরেজী ভার্সন উন্মোচন করা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, পর্যটন স্পটসমূহের সমস্যা সনাক্তকরণের পাশাপাশি পর্যটন সম্ভাবনার ক্ষেত্র নিয়েও ভাবতে হবে। সিলেটের ট্যুরিজম	০১। সিলেট পর্যটন ম্যাপ এর ইংরেজী ভার্সন উন্মোচন করতে হবে। ০২। সিলেট পর্যটন ম্যাপ চূড়ান্ত উন্মোচন পূর্বে লোভাছড়া, ডিবির হাওর, টিলাগড় ইকো পার্ক, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও শ্রী চৈতন্য দেব এর বাড়ির তথ্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	সহকারী কমিশনার, জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নিয়ে উপজেলা পর্যটন কমিটি জেলায় সমন্বয় করবে এবং জেলা পর্যটন কমিটি আন্ত:সমন্বয়ের মাধ্যমে সবার পরিকল্পনা নিয়ে চমৎকার মাস্টার প্ল্যান করতে হবে। পাশাপাশি পর্যটন স্পটের প্রচার, ট্যুর গাইডদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।	০৩। সিলেট পর্যটন ম্যাপ বিলবোর্ড আকারে স্থাপন করতে হবে। ০৪। সিলেট পর্যটন ম্যাপ এর পাশাপাশি মহানগর পর্যটন স্পটগুলো নিয়ে পৃথক ম্যাপ তৈরি করতে হবে	
০৮	জনাব উত্তম কুমার সিংহ, উদ্যোক্তা, সম্পর্ক জানান, সিলেট জেলা পর্যটন স্পটগুলোকে টিভিসি আকারে তৈরি করে প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ট্যাভেল এজেন্ট, ট্যুর গাইড ও অপারেটরদের মাধ্যমে প্যাকেজ ভিত্তিক ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা চালু করলে সিলেট আগত পর্যটকরা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমন করতে পারবে।	০১। সিলেট জেলা পর্যটন স্পটগুলোকে টিভিসি আকারে প্রস্তুত করতে হবে।	জনাব উত্তম কুমার সিংহ, উদ্যোক্তা, সম্পর্ক
		০২। প্যাকেজ ভিত্তিক ট্যুর প্ল্যান প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসন, সিলেট বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে এবং জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	১। ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন ২। সিলেট ট্যুরিজম ক্লাব ৩। ট্যুর অপারেটর/গাইড এসোসিয়েশন, ৪। ট্যুর গাইড এসোসিয়েশন অব গ্রেইটার সিলেট
০৯	সিলেট পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম মিয়া জানান, চা-বাগানসমূহে বিদেশী পর্যটকদের প্রবেশ এর অনুমতি প্রদান করতে হবে। এক নজরে চায়ের উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যটকদের দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিলেট এর মাইক্রোবাস ভাড়া বেশি, গাড়ি চালক ও আবাসিক হোটেল কর্মচারীদের ব্যবহার মানসম্মত নয় মর্মে পর্যটকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় বিধায় এই জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। তিনি আরোও জানান, সিলেট সার্কিট হাউস এর সম্মুখের সুরমা ঘাট থেকে কৈলাশটিলা এবং লোভাছড়াতে প্যাকেজ ভিত্তিক ট্রিপ চালু করলে আগত পর্যটক সিলেট রিভার ট্যুরিজমে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তাছাড়া বাস, ট্রেন ও বিমানবন্দর এলাকায় সিলেট পর্যটন ম্যাপ বিলবোর্ড আকারে স্থাপন করলে আগত পর্যটকরা কোন স্থানে যাবে সেটা সহজে জানতে পারবে।	০১। সিলেটের বাস, মাইক্রোবাস, সিএনজি ইত্যাদি পরিবহণ চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।	সভাপতি, উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (সকল), সিলেট
		আবাসিক হোটেল কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।	সভাপতি, সিলেট হোটেল ও গেস্ট হাউস অনার্স গ্রুপ
		সিলেট সার্কিট হাউস এর সম্মুখের সুরমা ঘাট থেকে নদীপথে কৈলাশটিলা এবং লোভাছড়াতে প্যাকেজভিত্তিক ট্রিপ চালু সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন ও সভাপতি, সিলেট হোটেল ও গেস্ট হাউস অনার্স গ্রুপ
১০	জনাব শাহ মোঃ জিয়াউল কবির পলাশ, সাধারণ সম্পাদক সিলেট জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি জানান, নব নির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল উদ্বোধন করলে রাস্তায় রাখা বাস মিনিবাস কর্তৃক সৃষ্ট যানজন নিরসন হবে। পর্যটকদের হয়রানী বন্ধে সিএনজি, মাইক্রোবাসসহ এ সংক্রান্ত যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে এবং চালক ও হেলপারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	নবনির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল চালুর বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
১১	লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট এর ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ আব্দুল হালিম জানান, পর্যটকদের চাহিদার সাথে মিল রেখে ট্যুর এজেন্টদের মাধ্যম কয়েকটি ট্যুর প্যাকেজ চালু করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচার করলে পর্যটকের সমাগম বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ ও ভিডিও স্ট্রিমিং মাধ্যমে বুস্ট করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো যেতে পারে। তিনি আরও জানান, পর্যটন স্পটে ভ্রাম্যমান দোকানগুলো নিজ উদ্যোগে মোড়ক ও ময়লা ডাস্টবিনে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং উপজেলা	০১। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ভিডিও স্ট্রিমিং মাধ্যমগুলোতে ডিজিটাল মার্কেটিং পদ্ধতিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো যেতে পারে। ০২। ভ্রাম্যমান দোকানগুলোর মোড়ক ও ময়লা ডাস্টবিনে ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ডাস্টবিনের ময়লা সরিয়ে নেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১	প্রশাসন সেটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে স্পটগুলো পরিবেশবান্ধব হবে।		
১২	সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব আল আজাদ জানান, সিলেট শহরের ২২ টিলা, এমসি কলেজ ও মাছিমপুরস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্য সম্ভাবনাময় ট্যুরিস্ট স্পট হওয়ায় তা প্রচার ও পর্যটক বান্ধব করে তুলতে পারলে শহরকেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশ লাভ করবে। শহরের ভিতরে যদি মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর স্থাপন করা হয় তাহলে বর্তমান প্রজন্মরা এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানবে এবং এতে পর্যটকরা আসবে। আটাব, সিলেট এর সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল জব্বার জলিল সাহেবকে পর্যটন অংশীজন হিসেবে সম্পৃক্ত করলে পর্যটন উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।	০১। ২২ টিলা, এমসি কলেজ ও মাছিমপুরস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্য আকর্ষণীয় করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলেট সদর
		০২। জনাব আব্দুল জব্বার জলিল, সভাপতি (প্রাক্তন), আটাব, সিলেট কে অংশীজন হিসেবে আমন্ত্রণ করতে হবে।	সহকারী কমিশনার, জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
১৩	সিলেট হোটেল ও গেস্ট হাউস ওয়ার্নাস গ্রুপ এর সভাপতি জনাব এ,টি,এম শোয়েব জানান, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার রাস্তাগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করলে পর্যটন শিল্পে বিপ্লব সাধিত হবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থান খ্যাত শ্রী চৈতন্য দেব এর বাড়ি সিলেট ট্যুরিজম ম্যাপ এ সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থান খ্যাত শ্রী চৈতন্য দেব এর বাড়ি সিলেট ট্যুরিজম ম্যাপ এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	সহকারী কমিশনার, জেলা ব্রান্ডিং ও পর্যটন সেল
১৪	জনাব লুসিকান্ত হাজং, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ জানান, সিলেট জেলার বেশিরভাগ পর্যটন কেন্দ্র সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার কারণে অংশীজন হিসেবে মতবিনিময় সভায় বিজিবি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলাই নদীতে খনন কাজ না হলে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে এবং এতে পর্যটকরা মারাত্মক ভোগান্তির স্বীকার হবে।	উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে সভা আহ্বান করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলাই নদীতে খনন কাজের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	সভাপতি, উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলট
১৫	জনাব তাহমিলুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট জানান, পর্যটন উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করলে পর্যটন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যটন এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিকে পর্যটন বিশেষায়িত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যদি এটি করা যায় তাহলে পর্যটন এলাকায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাছাড়া লোকাল ম্যানপাওয়ার ম্যানেজম্যান্ট পদ্ধতিতে পর্যটন কেন্দ্রগুলো থেকে রাজস্ব আহরণের ব্যবস্থা করে স্থানীয় জনগণ ও তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করলে একদিকে যেমন পর্যটন কেন্দ্রগুলো পর্যটক বান্ধব হবে তেমনি অবকাঠামো উন্নয়ন করাও সম্ভব হবে এবং এতে কর্মসংস্থান বাড়বে।	বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সরকারি বিধি-বিধান উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট
১৬	জনাব আল-বশির, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈন্তাপুর জানান, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ছোট ছোট উন্নয়ন কাজ করলে স্পটগুলো দৃষ্টি নন্দন হবে। পর্যটক আকৃষ্ট করতে স্থানীয় মানুষদের আচরণ, সেবা প্রদানের মানসিকতা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনতে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।	পর্যটক আকৃষ্ট করতে স্থানীয় মানুষদের আচরণ, সেবা প্রদানের মানসিকতা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনতে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটিতে এ বিষয়ে এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৭	জনাব নুসরাত আজমেরী হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলেট সদর জানান, সিলেট জেলা অবস্থিত চা-বাগানগুলোতে পর্যটক গেলে নিরাপত্তা কর্মীরা টাকার বিনিময়ে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। মহানগর এলাকায় চা-বাগান নির্ভর স্পট তৈরিসহ চা বাগান মালিকদের নিয়ে আলোচনা সভা করা উচিত। তাছাড়া সিলেট সার্কিট হাউসের সামনে বিকাল বেলা ব্যাপক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে কিন্তু ট্রাক পার্কিং করা থাকায় পর্যটকদের সাধারণ চলাফেরার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।	চা-বাগান মালিকদের নিয়ে সভা আহ্বান করে পর্যটক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট
		সিলেট সার্কিট হাউস এলাকা থেকে যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ কমিশনার সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৮	জনাব আবুল বাশার মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ জানান, সীমান্তবর্তী পর্যটন এলাকায় বিদেশী পণ্য ও স্থানীয় পণ্য প্রচার করে নকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। বিশেষ করে নকল ও নিম্ন মানের চা-পাতা বাগানের চা-পাতা হিসেবে বিক্রয় করা হচ্ছে। স্পটগুলোর পরিবেশ বেশ নোংরা, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন সিলেট ট্যুরিস্ট পুলিশের জন্য অনুমোদিত পদ ৭৩ জন হলেও বর্তমানে ৫৮ জন কর্মরত আছেন। ছোট এই টিম নিয়ে বৃহৎ পর্যটকদের নিরাপত্তা দেওয়া কষ্টসাধ্য তবুও ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীজন ও এ খাতের ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করলে অনেকাংশে পর্যটকদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে কইয়ার গোদাম নামক স্থানে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। এটি সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া সিলেটে বিদেশী পর্যটক আসলে লিখিতভাবে জানালে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন মর্মে অবহিত করেন।	০১। সীমান্তবর্তী পর্যটন এলাকায় নকল বিদেশী পণ্য ও স্থানীয় পণ্য বিক্রয় বন্ধ করতে হবে। ০২। ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ০৩। স্থানীয় গাইডদের মাধ্যমে বিদেশী পর্যটক সিলেট ভ্রমণে আসার পূর্বে ট্যুরিস্ট পুলিশকে লিখিতভাবে অবহিত করলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। ০৪। ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে কইয়ার গোদাম নামক স্থানের বধ্যভূমি সংরক্ষণ করতে হবে।	পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সিলেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিলেট

<u>সিলেট জেলার পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা ও সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:</u>

০১। ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্রে ওয়াশব্লক স্থাপন, মানসম্পন্ন রেস্টুরেন্ট ও শোভাবর্ধণকারী গাছপালার চারা রোপণ করতে হবে।

০২। ২নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নে "পাম্বুমাই" পর্যটন কেন্দ্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, বনায়ন এবং নদীর পাড় হতে একটি দৃষ্টিনন্দন কাঠের ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে।

০৩। জাফলং পর্যটন কেন্দ্রে উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক সরকারের নিজস্ব জমিতে একটি ব্রান্ডিং শপ স্থাপন করতে হবে।

০৪। জাফলং পর্যটন কেন্দ্রে আগত পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাসহ পর্যাপ্ত পার্কিং এলাকা, ওয়াশরুম ও চেঞ্জরুমগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌকা মাঝির তালিকা প্রণয়ন ও ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।

০৫। সিলেট পর্যটন ম্যাপ এর বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন বিমানবন্দর, রেলওয়ে ও বাস টার্মিনালে বিলবোর্ড আকারে স্থাপন করা যেতে পারে।

০৬। সিলেট শহরে চা মিউজিয়াম, আদিবাসী জীবনযাত্রার সচিত্র মিউজিয়াম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন করা যেতে পারে।

০৭। প্যাকেজ ভিত্তিক ট্যুর প্ল্যান প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসন, সিলেট বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে এবং জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তাছাড়া সিলেট সার্কিট হাউস এর সম্মুখের সুরমা ঘাট থেকে নদী পথে কৈলাশটিলা এবং লোভাছড়াতে প্যাকেজ ভিত্তিক ট্রিপ চালুর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। পর্যটন স্পটসমূহে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

০৯। সিলেট জেলা পর্যটন স্পটগুলোকে টিভিসি আকারে প্রস্তুত করে হোটেল, শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত এলইডি ডিসপ্লে, বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর এলাকায় তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। ট্যুর এজেন্ট, ট্যুর গাইড, ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১১। আবাসিক হোটেল কর্মচারী ও বাস, মাইক্রোবাস, সিএনজি ইত্যাদি পরিবহণ চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।

১২। উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে সভা আহ্বান করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলাই নদীতে খনন কাজের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট কর্তৃক পর্যটন বিশেষায়িত অঞ্চল, বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে পরিকল্পনা জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির নিকট পত্র আকারে প্রেরণ করতে হবে।

১৪। পর্যটক আকৃষ্ট করতে স্থানীয় মানুষদের আচরণ, সেবা প্রদানের মানসিকতা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনতে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটিতে এ বিষয়ে এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।

১৫। ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কইয়ার গোদাম নামক স্থানের বধ্যভূমি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬। হযরত শাহজালাল (র:) এবং হযরত শাহপরাণ (র:) এঁর মাজার সংশ্লিষ্ট এলাকায় গাড়ি পার্কিং স্পেস বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭। পর্যটন স্পটে নিরাপদ খাবার নিশ্চিত ও হোটেল-রেস্তোঁরা বৃদ্ধি করতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

১৮। জাফলং ও সাদা পাথর এলাকায় পর্যটকদের গমনপথ সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৯। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ডাস্টবিন স্পটে স্থাপন করতে হবে এবং নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান করতে হবে। পর্যটকদের খাবারের মোড়ক নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২০। নগর কেন্দ্রিক পর্যটন স্পট যেমন- বাইশ টিলা, এমসি কলেজ ও মাছিমপুরস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্য দৃষ্টি নন্দন ও উন্নয়ন করতে হবে।

২১। লালাদিঘীর পাড়স্থ তাঁত শিল্পকে সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২২। ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমদ জাদুঘর এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩। কদমতলী কেন্দ্রিক যানজন নিরসনের লক্ষ্যে নবনির্মিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল চালুর বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৪। সিলেটের পর্যটন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ভিডিও স্ট্রিমিং মাধ্যমগুলোতে বুস্ট করে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে।

২৫। চা-বাগান মালিকদের নিয়ে সভা আহ্বান করে পর্যটক হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

২৬। সিলেট সার্কিট হাউস এলাকা থেকে যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৭। সীমান্তবর্তী পর্যটন এলাকায় নকল বিদেশী পণ্য ও স্থানীয় পণ্য বিক্রয় বন্ধ করতে হবে।

২৮। ট্যুরিস্ট পুলিশের জনবল বৃদ্ধি করাসহ ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

২৯। বিদেশী পর্যটক সিলেট ভ্রমণে আসার পূর্বে ট্যুরিস্ট পুলিশকে লিখিতভাবে অবহিত করলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

মতবিনিময় সভায় সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জানান, জেলা প্রশাসন সিলেট এর উদ্যোগে সকল দর্শনীয় স্থানকে অন্তর্ভূক্ত করে সিলেট পর্যটন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। সিলেট সার্কিট হাউস থেকে সকল দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব ও গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে বিধায় এই ম্যাপ দেশ-বিদেশের সকল দর্শনার্থীদের ট্যুর প্ল্যান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, ম্যাপে প্রদর্শিত কিউ.আর কোড স্ক্যান করে পর্যটকরা সিলেট জেলার উল্লেখ্যযোগ্য হোটেল, রেন্ট-এ-কার, বাস-মিনিবাস ইত্যাদির তথ্য জানতে পারবেন। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সিলেটের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৬/১১/২০২২

মোঃ মজিবর রহমান
জেলা প্রশাসক
সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭১৬১০০
ই-মেইল: dcsylhet@mopa.gov.bd